সর্বজনীন পেনশন বার্তা

সংখ্যা - ৪ | নভেম্বর ২০২৪ | www.npa.gov.bd | Hotline : 16131, +8809610900800

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের সভা

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা ১৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখ পেনশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ সাইফুল্লা পান্না, অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রুহুল আমিন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল,সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর প্রশাসক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর সভাপতি জনাব আরদাশির কবির,অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব দিলরুবা শাহীনা , জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান, সদস্য জনাব মোঃ মুর্শীদুল হক খান ও জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান সভার শুরুতেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন যে, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পর্ষদের এই সভায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পর্কে পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করা হয়। সভাকে আরো অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ৫৭ জনের জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে এবং শীঘ্রই এ সংক্রান্ত জিও অর্থ বিভাগ থেকে জারি করা হবে।সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় একটি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি-তে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের জন্য একটি State of the art IT infrastructure, কর্মকর্তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য প্রশিক্ষণ, ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ফার্ম নিয়োগ, পেনশন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী দপ্তরের জন্য ভবন নির্মাণসহ আইটি, ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্সিয়াল এনালিস্ট ইত্যাদি পরামর্শকের সহায়তা অন্তর্ভূক্ত আছে।সভায় নির্বাহী চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় সদস্যগণকে অবহিত করেন যে, ১৪-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত স্বেচ্ছামূলক ৪টি পেনশন স্কিমে (প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা) নিবন্ধন সংখ্যা হচ্ছে ৩,৭২,৩৮৭ জন এবং চাঁদা বাবদ জমাকৃত অর্থের পরিমান ১৩০,৯৬,৮৩,৫০০ টাকা। এ পর্যায়ে তিনি প্রতিটি পেনশন স্কিমের পৃথক পৃথক নিবন্ধন সংখ্যা ও চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমান উল্লেখ করেন।পর্ষদের সদস্যগণ নিবন্ধন সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম আরো জোরদার করার পরামর্শ দেন। সে ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।সর্বজনীন পেনশন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে, সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ এ বর্ণিত কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক মুনাফা বিবেচনায় সর্বজনীন পেনশন তহবিলে প্রাপ্ত ১৩০,৯৬,৮৩,৫০০ টাকার মধ্যে ১২৪,৯৯,৫৫,৬৬৯ টাকা ইতোমধ্যে সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ করা হয়েছে।উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগের ফলে মুনাফার ক্ষেত্রেও মুনাফার হারে তারতম্য রয়েছে।পর্ষদ সরকারী ট্রেজারি বণ্ড ছাড়াও কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক লাভজনক খাত চিহ্নিত করে সে সকল খাতে বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতাগণের চাঁদা জমা দেওয়ার সুবিধার্থে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিকাশ ও নগদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। পেনশন স্কিম নিবন্ধন ও চাঁদা প্রদান অধিকতর সহজীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হবে। সাবস্ক্রাইবারদের জমাকৃত অর্থের উপর মুনাফা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার উপর সাবস্ক্রাইবারদের মুনাফা প্রদানের জন্য পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন। চলতি মাসেই এ সংক্রান্ত হিসাব সম্পন্ন করে মুনাফার অর্থ প্রতিটি হিসাবে বন্টন করে দেয়ার বিষয়ে পর্ষদের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। এ মুনাফা প্রদান করা হলে স্কিমে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ হিসাবে ঢুকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমান দেখতে পারবেন।এর ফলে পেনশন স্কিমের উপর সাবস্ক্রাইবারদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ এর মোড়ক উন্মোচন

পরিশেষে পেনশন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা, বলেন যে, সর্বজনীন পেনশন স্কিম জনগণের জন্য একটি কল্যাণমুখী উদ্যোগ। সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহ মানুষের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা এবং স্কিমসমূহে সকলের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে কর্মশালা, অংশীজনের সাথে আলোচনা সহ একটি বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।পর্ষদ সভায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন পেনশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম পরিসংখ্যান

স্কিম ভিত্তিক নিবন্ধন ও সাবস্ক্রিপশন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর পর থেকে বিগত ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩,৭২,৩৮৯ জন সমতা, প্রগতি, সুরক্ষা ও প্রবাস এই ৪টি স্কিমে নিবন্ধন করেছেন।সর্বজনীন পেনশনে ৪টি স্কিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধিত সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা সমতা স্কিমে। এই স্কিমে মোট নিবন্ধিত হয়েছেন ২,৮৫,৮৮২ যা মোট নিবন্ধনের ৭৭ শতাংশ। এই স্কিমটি মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যাদের বার্ষিক আয় ৬০,০০০ টাকার কম, নিবন্ধনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুরক্ষা স্কিম। এই স্কিমে মোট নিবন্ধিত হয়েছে ৬৩,১৮৪ যা মোট নিবন্ধনের ১৭ শতাংশ। সবচেয়ে কম নিবন্ধন হয়েছে প্রবাস স্কিমে যা মোট নিবন্ধনের মাত্র ০.২৫ শতাংশ। জমাকৃত অর্থের পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রবাস স্কিমে ৯১৩ জন নিবন্ধিত হলেও এই স্কিমে মোট জমার পরিমান ৪,৯১,৪২,০০০ টাকা। সর্বোচ্চ জমা হয়েছে প্রগতি স্কিমে ৪৮,১৩,৩২,৫০০ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সুরক্ষা স্কিম যেখানে জমা হয়েছে ৩৭,৬৪,৯২,০০০ টাকা। সমতা স্কিমে মোট জমা হয়েছে ৪১,৯০,০১০০০ টাকা যার মধ্যে সরকার অনুদান দিয়েছে ৫০ শতাংশ।

স্কিম	নিবন্ধন	জমার পরিমান
প্রবাস	৯১৩	৪,৯১,৪২,০০০
প্রগতি	২২,৪১০	৪৮,১৩,৩২,৫০০
সুরক্ষা	৬৩,১৮৪	৩৭,৭৪,৯২,০০০
সমতা	২,৮৫,৮৮২	৪১ ,৯০,০১০০০
সর্বমোট	**৩,৭২,৩৮৯**	**১,৩২ ,৬৯ ,৬৭ ,৫০০**

* ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান

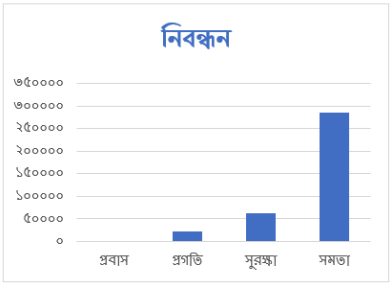

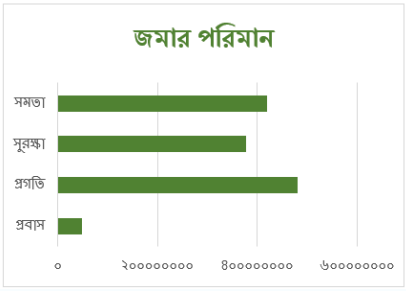

বিভাগ ভিত্তিক নিবন্ধন

বিভাগ ভিত্তিক নিবন্ধনে সর্বোচ্চ নিবন্ধন হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে ২,০৬,৮০১ এবং সর্বনিম্ন হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে ৪,৪৮৪। অন্যান্য বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রংপুর বিভাগ যেখানে নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৫,২১২ এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ নিবন্ধন রাজশাহী বিভাগে ৩১,৮৪৫।ঢাকা বিভাগে সব বিভাগের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলেও ঢাকা বিভাগে নিবন্ধন হয়েছে ২৮,৬৭৭।

বিভাগ	সর্বমোট নিবন্ধন
সিলেট	২৬১২৩
খুলনা	৮০৬২
রাজশাহী	৩১৮৪৫
চট্টগ্রাম	২০৬৮০১
ঢাকা	২৮৬৭৭
রংপুর	৪৫২১২
বরিশাল	২১১৮৫
ময়মনসিংহ	৪৪৮৪

* ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান

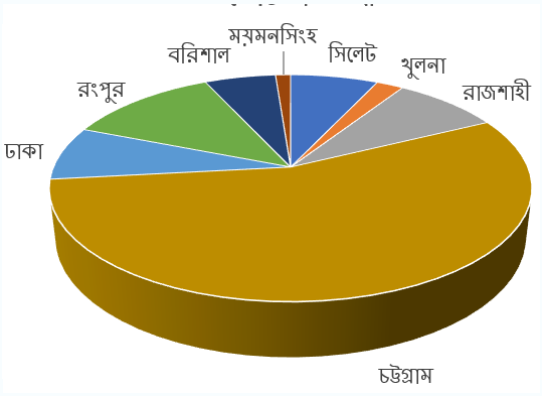

মহিলা ও পুরুষ ভিত্তিক ও বয়স ভিত্তিক নিবন্ধন

	১৮-২০		২১-৩০		৩১-৪০		৪১-৫০		৫০+		সর্বমোট	
স্কিম	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
প্রবাস	২	৩	১০৯	১৮	৩৪৮	৩৬	৩০৫	২৪	৬৭	২	৮৩১	৮৩
প্রগতি	৫৫	১১	২,৫৬৯	৪৬৭	৭,৪৫৯	১,৫২৯	৭,০০৬	১,৮৫৫	১,২৭০	১৮৭	১৮,৩৫৯	৪,০৪৯
সমতা	২,৫৯১	১,৪৭৭	২৮,৮৮০	২৭,৯১৪	৪৫,৮২৯	৫০,৬০৮	৪৭,৫০২	৪৩,৫৬৪	২৫,০৮৩	১২,৪৩৩	১৪৯,৮৮৫	১৩৫,৯৯৬
সুরক্ষা	৪২১	২১৭	৬,০৪৭	৩,৩৬৬	১৩,৫৯১	৭,০৩৩	১৬,৪৭০	৭,৪১৬	৬,৬৪৪	১,৯৮০	৪৩,১৭৩	২০,০১২
সর্বমোট	৩,০৬৯	১,৭০৮	৩৭,৬০৫	৩১,৭৬৫	৬৭,২২৭	৫৯,২০৬	৭১,২৮৩	৫২,৮৫৯	৩৩,০৬৪	১৪,৬০২	২১২,২৪৮	১৬০,১৪০
বয়স মোট	৪,৭৭৭		৬৯,৩৭০		১,২৬,৪৩৩		১,২৪,১৪২		৪৭,৬৬৬		৩৭২,৩৮৮	

* ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান

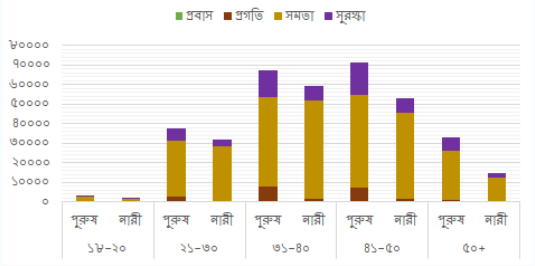

মহিলা ও পুরুষ ভিত্তিক নিবন্ধনে পুরুষ নিবন্ধনের সংখ্যা ২,১২,২৪৮ এবং মহিলা নিবন্ধনের সংখ্যা ১,৬০,১৩৫।এছাড়া তৃতীয় জেন্ডার নিবন্ধিত হয়েছেন ১ জন।বয়স ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সর্বোচ্চ নিবন্ধন করেছেন যাদের বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। এ বয়সের নিবন্ধিত সাবস্ক্রাইবার এর সংখ্যা ১,২৬,৪৩৩। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নিবন্ধনকারীর বয়সক্রম ৪১-৫০ বছরের মধ্যে যার সংখ্যা ১,২৪,১৪২।অন্যান্য স্কিমের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নিবন্ধিত হয়েছেন সমতা স্কিমে, এ স্কিমে ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৯৬,৪৩৭ জন এবং ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৯১,০৬৬ জন নিবন্ধিত হয়েছে। সমতা স্কিমে সর্বোচ্চ পুরুষ নিবন্ধন ১৪৯,৮৮৫ জন ও নারী নিবন্ধন ১৩৫,৯৯৬ জন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে (UDC) সম্পৃক্ত করা হয়েছে ।

KOICA'র সহায়তায় দক্ষিণ কোরিয়ায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল পেনশন সার্ভিস (NPS) এর সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক সহায়তায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের তিনজন কর্মকর্তা চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় দশ দিনের প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ করেন।KOICA এবং NPS এর যৌথ আয়োজনে KOICA Fellowship এর অধীনে ২২ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত "Capacity Building for Old-Age Income Security Scheme and National Pension Scheme Management ('23-'25)" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণটিতে পাঁচটি দেশের তিন জন করে মোট পনের জন সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলো হলো - বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পুর্ব তিমুর, মঙ্গোলিয়া এবং গ্রানাডা।জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের তিনজন কর্মকর্তা - যুগ্মসচিব ড. একেএম আতিকুল হক, উপসচিব ড. মোঃ মাহমুদুল হক, এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন উক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সউল এর অদূরে KOICA এর হেডকোয়ার্টারে ওরিয়েন্টেশনের পর প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল পেনশন সার্ভিস (NPS) এর হেডকোয়ার্টার প্রদর্শণের জন্য জংজু (Jeon-ju) শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে দুইদিনের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের পেনশন সিস্টেম সম্পর্কে কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন এবং মিউচুয়াল পেনশন সিস্টেম সম্পর্কে কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন এবং মিউচুয়াল নলেজ শেয়ারিং এ অংশগ্রহণ করেন।এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের NPS এর বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি (যেমন, ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, কল সেন্টার সিস্টেম, ডাটা প্রটেকশন এবং আইটি সিস্টেম) সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে presentation প্রদান করা হয় সেগুলো প্রদর্শন করানো হয়।এরপর তৃতীয় দিনে সকল প্রশিক্ষণার্থী KOICA হেডকোয়ার্টারে ফেরত এসে ক্লাশরুম সেশন এবং বিভিন্ন অফিস ভিজিটের মাধ্যমে অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ শেষ করেন।ক্লাশরুম সেশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগুলো হলো - কোরিয়া পেনশন সিস্টেম, আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট, এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, পেনশন এবং এনুইটি, পেনশন প্লানিং সার্ভিস, কোরিয়ান কালচার ইত্যাদি। ঐতিহাসিক রাজার প্রাসাদ ভ্রমন ছিলো প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা। সব মিলিয়ে প্রশিক্ষণটি ছিলো ক্লাশরুম সেশন, হাতে-কলমে শিক্ষা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার এক দারুণ সমন্বয়।

NPS এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কিম তাইহুনকে
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে প্রতিটি দেশকে একটি করে কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ একটি করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেটা কীভাবে দেশে এসে প্রয়োগ করে জাতীয় পেনশন ব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকর ও জনবান্ধব করে তুলবে সে বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করে।প্রতিযোগিতামূলক এ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ টিম "Increasing coverage of Progoti scheme of Bangladesh (the pension scheme for private sector employees) through the introduction of mandatory pension fund subscription: Learning from NPS gradual expansion policy" শীর্ষক কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করে।KOICA এবং NPS কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ বিচারক পাঁচটি দেশের উপস্থাপনার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন।আনন্দের বিষয় এই যে, উক্ত বিচারক বাংলাদেশ টিমকে প্রতিযোগিতার বিজয়ী টিম হিসেবে ঘোষণা দেন।প্রশিক্ষণের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত NPS এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কিম তাইহুন, প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক জনাব হাইজুং কিম বাংলাদেশ টিমকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম স্থান অর্জনের জন্য পুরস্কার প্রদান করেন।পরিশেষে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে বাংলাদেশ টিম NPS এর নির্বাহী পরিচালককে একটি সম্মাননা স্মারক প্রদান করে।

NPS কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের সেরা Action Plan
বিজয়ী উপস্থাপনকারী বাংলাদেশ দল

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে Knowledge Sharing Session আয়োজন

২৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের অফিসে অনুষ্ঠিত Knowledge Sharing Session-এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রবিধি) জনাব দিলরুবা শাহীনা এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন KOICA' র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়াং হিউনউ। সেশনে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান। অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব, উপ সচিব ও পেনশন কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিগত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত KOICA কর্তৃক আয়োজিত দক্ষিন কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত পেনশন বিষয়ক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারী ৩ জন কর্মকর্তা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সেশনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করেন।ড. মাহমুদুল হক, উপসচিব কোরিয়ান ন্যাশনাল পেনশন সার্ভিস ব্যবস্থাপনা এবং উক্ত প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে উপস্থাপিত অ্যাকশন প্ল্যানের উপর পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন।সেশনে KOICA' র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর ভবিষ্যতের জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

• জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জমাদানকৃত অর্থ ফেরত প্রাপ্তির একটি অনলাইন মডিউল চালু করা হয়েছে।এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির নমিনী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা মুনাফাসহ (সর্বশেষ অর্থ বৎসরে প্রদত্ত মুনাফা) ফেরত পাবেন।এছাড়া, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি সরকারি চাকুরি প্রাপ্ত হলে তিনিও এই ওয়েব মডিউলের মাধ্যমে তার ইতঃপূর্বে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ (সর্বশেষ অর্থ বৎসরে প্রদত্ত মুনাফা) ফেরত নিতে পারবেন।উল্লেখ্য যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বর্তমানে চালুকৃত ৪টি স্কিমে নিবন্ধনের কোন সুযোগ নেই।

• জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫৭টি পদ সৃজনের মঞ্জুরির আদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছে। চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়নের পর জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এই পদসমূহে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

• সর্বজনীন পেনশন স্কিমে চাঁদা প্রদানকারীদের কর্পাস হিসাবে ৩০শে জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের উপর মুনাফা প্রদান করা হয়েছে।সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কোনও সাবস্ক্রাইবার তার একাউন্টে প্রবেশ করলে এখন মুনাফার পরিমান দেখতে পাবেন।

• জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে (www.npa.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

• সর্বজনীন পেনশন তহবিলের জমাকৃত টাকা থেকে সর্বশেষ ২৭ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখ ৭০ লক্ষ টাকা সরকারি ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি ট্রেজারি বন্ডে এযাবৎ সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমান ১৩৭ কোটি টাকা।

. বাংলাদেশ ও ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে ০৬, ০৯ ও ১২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ০৩টি টি-২০ ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক ৪০ সেকেন্ড স্থিতির ১টি জিঙ্গেল ১২ বার এবং ১৫ সেকেন্ড স্থিতির ১টি পিএসএ ৬০ বার প্রচার করা হয়।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.npa.gov.bd
৪৩ কাকরাইল ঢাকা-১০০০
হটলাইনঃ ১৬১৩১, +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)
FAQ

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করুন
www.upension.gov.bd

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন থেকে টাকা জমা দেয়া পুরো কার্যক্রমটি অনলাইন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।